সংবাদ

তারিখ 14 MAY 2012 …
পৃষ্ঠা … কলাম …

এনএসইউ : তদন্ত প্রতিবেদন

তহবিল তছরুপ ভর্তি বাণিজ্য ও শিক্ষিকা লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেছে

● অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (এনএসইউ) পরিচালনায় অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন হচ্ছে। ইতোমধ্যে কমিটি গঠনের কার্যক্রম শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এনএসইউ'র অচলাবস্থা নিরসনকল্পে স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে ট্রাস্টি বোর্ড ভেঙে দিয়ে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্ত কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনিয়ম তদন্তে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন, সাধারণ তহবিল থেকে যে পরিমাণ টাকা (১০৭ কোটি) অন্যত্র সরানো বা নর্থ সাউথ ফাউন্ডেশনের নামে এফডিআর করা হয়েছে তা এনএসইউ'র সাধারণ তহবিলে স্থানান্তর, ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রার্থীদের ভর্তি না করাসহ বেশকিছু সুপারিশ করা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে।

এ ছাড়া ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. শাহজাহানের মেয়াদকালে ভর্তি বাণিজ্য, শিক্ষিকা বা মহিলা কর্মকর্তা লাঞ্ছনা, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে কোন্দল,

শিক্ষিকা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক.

দুর্নীতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গতকাল সংবাদকে বলেন, 'ইউজিসি'র তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন হচ্ছে। চলতি সপ্তাহ কিংবা আগামী সপ্তাহের প্রথমেই কমিটি গঠনের কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন'।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ইউজিসি প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন কমিটিতে একজন বিতর্কিত সদস্যের নাম রয়েছে, যিনি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. শাহজাহানের নানা অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়াও ট্রাস্টি বোর্ডের আরও যেসব সদস্য (চারজন) নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটিতে না রাখার দাবি জানিয়েছেন এনএসইউ'র শিক্ষকরা।

এনএসইউ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রথমদিকের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত কিন্তু কেবলমাত্র বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের কোন্দল ও রেষারেষির কারণেই এর সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। দেশের উচ্চশিক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এনএসইউতে এ ধরনের অচলাবস্থা, অব্যবস্থাপনা ও আর্থিক অনিয়ম কোন অবস্থাতেই চলতে দেয়া যায় না।

প্রসঙ্গত এনএসইউ'র নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা তদন্তে ২৭ জানুয়ারি পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ইউজিসি। কমিটির আহ্বায়ক হলেন ইউজিসি'র সদস্য প্রফেসর ড. আতফুল হাই শিবলী। সদস্যরা হলেন- ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. আবুল হোসেন, পরিচালক সামছুল আলম, অতিরিক্ত পরিচালক মিজানুর রহমান ও সিনিয়র সহকারী পরিচালক ড. দুর্গা রানী সরকার। এ কমিটির প্রণীত ২৭১ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা হয়েছে।

তহবিল তছরুপ : প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে এনএসইউতে আর্থিক বিষয়ে গরমিল ও অনিয়ম রয়েছে বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির পক্ষে স্বল্পসময়ে আর্থিক অনিয়ম তদন্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে কমিটি মনে করে।

এ বিষয়ে তদন্ত কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, ২০১০ সালে এনএসইউ'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন এমএ কাসেম। ওই বছরের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলের প্রায় ১০০ কোটি টাকা এনএসইউ ফাউন্ডেশনে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকজন ট্রাস্টি সদস্য নিজেদের আর্থিক সুবিধানুযায়ী এনএসইউ'র তহবিলের প্রায় সাত কোটি টাকা অপেক্ষাকৃত কম মুনাফায় সাউথ ইস্ট ব্যাংকে রেখেছেন বলে তদন্ত কমিটিতে অভিযোগ পড়েছে।

এ ছাড়া এনএসইউ ফাউন্ডেশনের সদস্যরা নিজেদের সভা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের হাজিরা ফি ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে। শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি থেকে আয় হওয়া এ অর্থ অন্য কোন সংস্থার কর্মকর্তারা ব্যয় করতে পারেন না বলেও সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

ভর্তি বাণিজ্য : ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রার্থীদের ভর্তি করা যাবে না বলে তদন্ত কমিটি মন্তব্য করেছে। তবে বিশেষ বিবেচনায় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের সুপারিশ এবং উপাচার্যের অনুমোদন সাপেক্ষে ভর্তি পরীক্ষায় পাসের জন্য নির্ধারিত প্রাপ্ত নম্বরের চেয়ে ৫ শতাংশ কম প্রাপ্ত নম্বরধারী শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ২০ জনকে প্রতি সেমিস্টারে ভর্তি করা যেতে পারে বলেও কমিটি অভিমত দিয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডিন সংবাদকে বলেন, বর্তমানে একজন ট্রাস্টি সদস্য প্রতি সেমিস্টারে ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করা সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে পারেন। কিন্তু বর্তমান কর্তৃপক্ষ এ নিয়ম লঙ্ঘন করে ইচ্ছামতো ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থী ভর্তি করছে।

ভর্তি বাণিজ্য বন্ধের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিনের নেতৃত্বে বর্তমানে প্রচলিত আবর্তন পদ্ধতিতে পরিচালিত ভর্তি কমিটির পরিবর্তে এনএসইউ'র প্রত্যেক ফ্যাকাল্টি থেকে প্রতিনিধি সমন্বয়ে উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি ভর্তি কমিটি গঠন করতে হবে। ভর্তি কমিটির সদস্য প্রতিবছর পরিবর্তনপূর্বক ভর্তি কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে।

শিক্ষিকার শ্লীলতাহানি : ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনা শিক্ষিকা ড. নাশিদ কামালের শ্লীলতাহানির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত কমিটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। তবে এ অভিযোগ উড়িয়ে দেয়া যায় না বলেও প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে। কারণ চেয়ারম্যান কর্তৃক এর আগে কয়েকজন মহিলা শিক্ষিকা ও মহিলা স্টাফ লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং কেউ কেউ চাকরি থেকে অব্যাহতি নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে তদন্তে উল্লেখ আছে।

এ ছাড়া উপাচার্য প্রফেসর ড. হাফিজ জিএ সিদ্দিকীকে ৪ দিনের ছুটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বপ্রণোদিত হয়ে ২ মাসের ছুটি প্রদানকে চ্যান্সেলর তথা রাষ্ট্রপতির আদেশ অমান্যের শামিল বলে তদন্ত কমিটি অভিমত ব্যক্ত করেছে।

নর্থ সাউথ ফাউন্ডেশনের কাজে ব্যবহৃত হওয়া এনএসইউ'র নিজস্ব ভবনের ৭ম তলা পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়ার সুপারিশ করেছে কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে ডিন অথবা চেয়ারম্যান নিয়োগ এবং শিক্ষা কার্যক্রমসংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত পুরোপুরি উপাচার্যের এবং সিন্ডিকেটের এখতিয়ারভুক্ত। এ ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ডকে কোন ধরনের অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি।